সের্গেই বারুজদিন

চলো, সোভিয়েত দেশ বেড়িয়ে আসি

সের্গেই বারুজদিন
চলো, সোভিয়েত দেশ বেড়িয়ে আসি
প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

আদরের ভাইবোনেরা!

চলো, বেড়াতে যাই। এ বইটি তোমাদের সোভিয়েত দেশ সফর করিয়ে আনবে। তোমাদের প্রথম সফর।

শুরুটায়

দিমকা আমার ভারি বন্ধু।

বয়স তার কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ। প্রায় তোমাদের বয়সী। আর তোমাদের মতোই দিমকা জানতে চায় সবকিছুই।

একদিন দিমকা জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, আমরা কোথায় আছি?'

'ফ্ল্যাটে,' জবাব দিলাম আমি।

'ফ্ল্যাটটা কোথায়?'

'মস্তো এক বাড়িতে।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'রাস্তায়।'

'আর রাস্তাটা?'

'মস্কোয়।'

'আর মস্কো?'

'সোভিয়েত ইউনিয়নে। এটা আমাদের দেশের নাম। জানিস তো?'

'জানি,' বললে দিমকা, 'কিন্তু কেমন আমাদের দেশটা?'

অনেকখন ভাবলাম কী করে বোঝানো যায় দিমকাকে। শেষ পর্যন্ত বললাম: 'নিজের চোখে দেখতে হয়, তাহলেই বুঝতে পারবি।'

'কিন্তু কীভাবে?'

'সব রকমেই সম্ভব। সবচেয়ে ভালো হয় অবিশ্যি পায়ে হে'টে দেশটা ঘুরলে, কিংবা ঘোড়ায় চেপে। তাহলে সবই দেখতে পাবি। মোটরগাড়ি, ট্রেন, কি জাহাজেও পাড়ি দেওয়া যায়। সেটাও মন্দ নয়। আর তাড়া থাকলে এরোপ্লেনে। তাতে অবিশ্যি সব দেখা যাবে না, কিন্তু কিছু তো দেখা যাবে...'

'এরোপ্লেনই ভালো!' বললে দিমকা, 'কিন্তু কোথায় সে এরোপ্লেন?'

'বিমান-বন্দরে।'

'চলো যাই বিমান-বন্দরেই!' বললে আমার বন্ধু।

অন্যরকম সফর

মস্কোয় বিমান-বন্দর একটি নয়, বেশ কয়েকটি। রোজ তা থেকে এরোপ্লেন ছাড়ে একশ'র বেশি। এরোপ্লেন নামেও একশ'র বেশি। বিশ্বের সবখানে যায় তারা, ওড়ে আমাদের গোটা দেশ জুড়ে।

'আচ্ছা, কোন বন্দরে যাই বল তো?' জিজ্ঞেস করলাম বন্ধুকে।

একটুও ভাবতে হল না তাকে। বললে:

'সবচেয়ে বড়োটায়!'

তাই সবচেয়ে বড়ো বন্দরটাতেই গেলাম আমরা।

তাকালাম ওড়ার মাঠে। গিজগিজ করছে এরোপ্লেন। আছে মামুলী এরোপ্লেন 'ইল-১২' আর 'ইল-১৪'; বড়ো বড়ো 'তু' আর 'ইল' মার্কা বিমানও আছে। আরো আছে একেবারেই প্রকাণ্ড, নাম তার 'আন্তেউস'।

সমস্ত এরোপ্লেনই দিমকার জানা। টেকনিকের ব্যাপারে সে সবজান্তা।

'কোনটায় যাব?' জিজ্ঞেস করলাম দিমকাকে।

'সবচেয়ে বড়োটায়।'

দিমকার সঙ্গে উঠলাম সবচেয়ে বড়ো, অসাধারণ এক এরোপ্লেনে। উঠেই রওনা দিলাম।

আর এরোপ্লেনটা যেহেতু অসাধারণ, তাই সফরটাও আমাদের হল একেবারে অন্যরকম। একটা পাড়িতেই সারা দেশ!

প্রধান শহর

আকাশে উঠল আমাদের প্লেন, আর দিমকা একেবারে মুগ্ধ। নিচে আমাদের বিশাল এক শহর — চক আর রাস্তা, ঘরবাড়ি আর পার্ক, কলকারখানা আর স্টেডিয়ম। সরে যাচ্ছে ক্রেমলিন, কংগ্রেস-প্রাসাদ, মস্কো নদী।

'এর সবটাই মস্কো?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।
'সবটাই।'
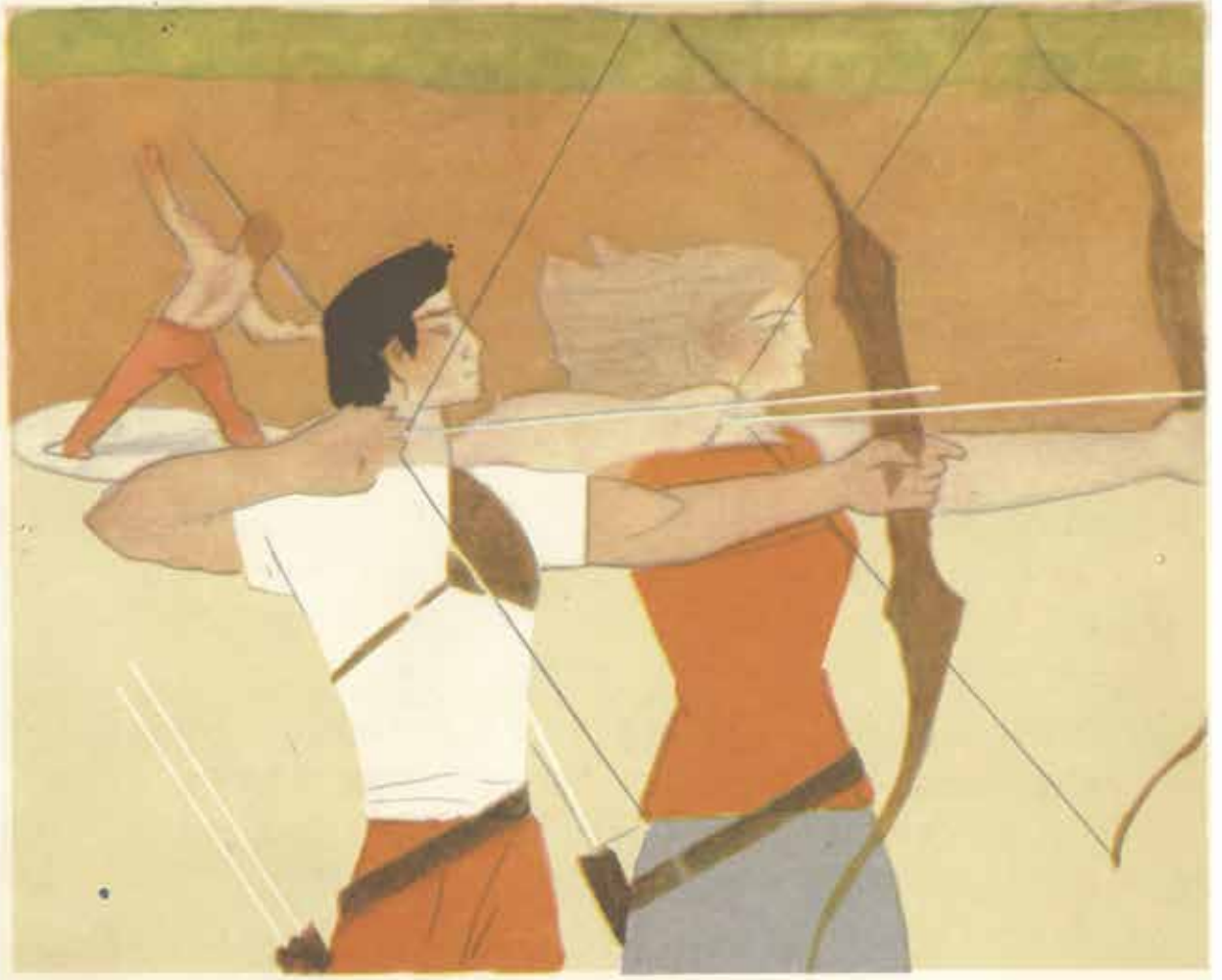
বললাম, 'মস্কো হল আমাদের গোটা দেশের সবচেয়ে বড়ো শহর, রাশিয়ারও সবচেয়ে বড়ো শহর।'

ট্রাক আর বাইসন

প্লেন উঠল মেঘ ছাড়িয়ে। কিছুই দেখা যায় না আকাশ ছাড়া। নিচে মেঘ, ডাইনে সূর্য।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ভালো লাগছে তো?'

'লাগছে,' বললে দিমকা, তারপর কী ভেবে যোগ করলে, 'উঁহুঁ, পছন্দ হচ্ছে না।'

'কেন?' অবাক হলাম আমি।

'এরোপ্লেনে উড়ছি, সেটা ভালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সেটা বিছছিরি।'

'বেশ, তার একটা সুরাহা করা যাবে, প্লেন যে আমাদের অসাধারণ...'

বৈমানিকদের বললাম নিচু দিয়ে উড়তে। নিচে নামতেই দেখা গেল মাটি। এটা ইউক্রেন।

মাটিতে বড়ো বড়ো হলুদ চৌখুপি দেখে দিমকা জিজ্ঞেস করলে:

'কী ওগুলো?'

'গম ক্ষেত। শাদা পাঁউরুটি হয় ও থেকে। খেয়েছিস তো?'

হেসে উঠল দিমকা:

'খেয়েছি বৈকি। আর ওখানে?'

'ক্লোভার ঘাস।'

'আর ওগুলো?'

'চিনি-বীট। ও থেকে চিনি তৈরি হয়।'

'আর ওই দিকটায়?..'

উড়ে যাচ্ছি আমরা ক্ষেত-খামার, গ্রাম-নগর, কলকারখানার ওপর দিয়ে। এসে গেল ইউক্রেনের সবচেয়ে বড়ো নদী নীপার। তীরে তার ইউক্রেনের সবচেয়ে বড়ো শহর — কিয়েভ, অপরূপ এক রূপসী নগরী।

এই সময় নিচে তাকাতেই দিমকার চোখে পড়ল একটা বাঁধ।

'কী এটা?'

বললাম, 'এটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 'নীপ্রগেস'। এক সময় এইটেই ছিল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। এখন একেও ছাড়িয়ে গেছে অন্যগুলো। নীপার নদীতে বড়ো বড়ো সব সাগর গড়ে তুলেছে তারা।'

'নীপ্রগেসের' কাছেই দেখা গেল আরো একটা বড়ো শহর। সটান সব রাস্তা, গাছপালায় সবুজ, উ'চিয়ে আছে কলকারখানার চিমনি।

'আমাদের দেশের সবচেয়ে ছোট্ট হালকা মোটরগাড়ি কী জানিস?'

'কে না জানে, 'জাপরোঝেৎস'!' বললে দিমকা।

'ঠিক বলেছিস। তা তৈরি হয় এখানে, এই জাপরোঝিয়ে শহরে। এরপরে পড়বে দনবাস। দনবাসে আছে কয়লা-খনি, লোহা-কারখানা। কয়লা আর লোহা নইলে গাড়ি বানানো যায় না। আর ইউক্রেনের ল্‌ভোভ শহরে বানানো হয় 'ল্‌ভোভ', 'টুরিস্ট', 'স্পুৎনিক' মার্কা বাস। দেখেছিস তো?'

'সুন্দর বাস!' বললে দিমকা, 'ইউক্রেনে তাহলে সবকিছুই আছে?'

'মস্কোয় ওড়ার সময় দেখলি তো, মস্কোয় সবই আছে: কত রকমের সব কলকারখানা, ইশকুল। সব শহরেই তাই। তাহলেও প্রত্যেকটা এলাকা, প্রত্যেকটা প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব কিছু কিছুও আছে বৈকি।'

কথাটা বলতে না বলতেই নিচে দেখা গেল ফল-বাগান, আঙুর-বাগিচা। বললাম:

'এটা হল মোলদাভিয়া। চমৎকার সব আঙুর আর আপেল, নাসপাতি আর প্লাম, বেরি আর তামাক ফলায় এখানকার লোকেরা।'

'তামাক?' অবাক হল দিমকা, 'ওটা তোমার জন্যে।'

'তা ঠিকই বলেছিস! তামাকটা প্রধানত আমার জন্যেই, কিন্তু ফলের মোরব্বাটা তো তোর জন্যেই।'

'আচ্ছা, সবচেয়ে বড়ো মোটরগাড়ি করে কোথায়?' দিমকা আছে তার নিজের খেয়ালেই।

'এক্ষুনি দেখা যাবে।'

শিগগিরই উড়তে লাগলাম বেলোরুশিয়ার ওপর দিয়ে। এখানেও ক্ষেতগুলো নানা রঙের।

বুঝিয়ে দিলাম, 'এটা হচ্ছে শণ, আর এটা আলু, এটা বাঁধাকপি, আর এটা...'

নিজেই দিমকা দেখতে পেলে মস্তো বড়ো মিন্স্ক শহর।

বললাম, 'এইখানেই বানানো হয় সবচেয়ে বড়ো বড়ো ট্রাক। মাল বয় পঁচিশ টন, চল্লিশ টন, তারো বেশি...'

''মাজ' মার্কা ট্রাক তো!' আমায় কথা শেষ করতে দিলে না দিমকা, ''মাজ' আর 'জাপরোঝেৎস'কে পাশাপাশি দাঁড় করালে বেশ হয়। তাই না?'

মোটরগাড়ির আলাপ থেকে দিমকাকে সরাতে চাইলাম। নিচে আমাদের বেলায়া ভেজা বন। গাছ আর গাছ। শেষ আর নেই।

বললাম, 'এই সব বনে বাইসন থাকে। জন্তুটার নাম শুনেছিলি আগে?'

'শুনেছি, শুনেছি, চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি, সমস্ত 'মাজ' গাড়িতেই ওই ধরনের বাইসন মূর্তি থাকে রেডিয়েটরে। তাই না?'

বাইসনের কথায় ভুলবে আমার বন্ধুটি তেমন বান্দাই নয়!

অ্যাম্বার আর সহযাত্রীরা

বুঝতেই পারছ প্লেনে শুধু একা আমি আর দিমকাই ছিলাম না। আমাদের ছাড়াও ছিল অনেক যাত্রী।

তাদের একজন হঠাৎ উশখুশ করে উঠল:

'ইয়ান্তার্নি* ছাড়িয়ে যাই নি তো? ইয়ান্তার্নি আসে নি এখনো?'

উৎসুক হয়ে উঠল দিমকা:

'ইয়ান্তার্নি?'

'কেন অ্যাম্বারের কথা শুনিস নি কখনো? জ্ঞান তোর ভাইটি ভারি কম,' বললে যাত্রীটি।

প্রায় অভিমানই হয়েছিল দিমকার:

'অ্যাম্বার আবার কী?'

---

* অ্যাম্বার — রুশ ভাষায় ইয়ান্তার; ইয়ান্তার্নি — অ্যাম্বারপাড়া। — সম্পাঃ

'অ্যাম্বার হল গে পাইনগাছের রজন, হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্রের জলে পড়ে থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে চমৎকার রত্ন-পাথর। সমুদ্র থেকে আমরা এখন সেগুলো তুলছি। আর যে জায়গায় আমরা থাকি আর কাজ করি তার নাম হয়েছে 'ইয়ান্তারনি'।'

ঠিক এই সময়েই নিচে দেখা গেল 'ইয়ান্তারনি' বসতি। ঠিক একেবারে বল্টিক সাগরের তীরেই। তারপর কালিনিনগ্রাদ শহর, তারপর রিগা, তাল্লিন...

এই সময় সব যাত্রীই আলাপ শুরু করে দিলে। লিথুয়ানিয়ার লোকটি বললে:

'অ্যাম্বার রত্নটা মন্দ নয়! তবে আমরাও বল্টিক সাগর থেকে কিছু কিছু জিনিস তুলি বইকি। মাছ ভালোবাসিস তো? গোটা দেশের জন্যে সেই মাছ আমরা ধরি এখানে। আর ধরি ইয়েল। খেয়েছিস কখনো?'

লাতভিয়ার একজন যাত্রী বললে:

'আর আমরা বানাই জেলেদের জন্যে জাহাজ। মাছ ধরতে হলে যুতসই জাহাজ চাই বইকি।'

এস্তোনিয়ার লোক যোগ দিলে:

'আর আমরা তুলি শেল পাথরের জ্বালানি, ঘর গরম থাকে, কয়লার চেয়ে খারাপ জ্বলে না। তাছাড়া মাছও ধরি, কাগজ বানাই, দুধ আর মাখন জোগাই দেশকে।'

'আরো আমরা বানাই রেডিও, ছোটো ছোটো বাস, 'লাতভিয়া' তার নাম। শুনেছিস কখনো?' বললে আরেকজন যাত্রী।

'সমুদ্রের সীমান্ত পাহারা দিই আমরা,' বললে একজন সামরিক নাবিক, 'আকাশ পাহারা দিই বিমানে, সমুদ্র জাহাজে, জলের তলে ডুবোজাহাজে। গোটা দেশটা থাকে শান্তিতে।'
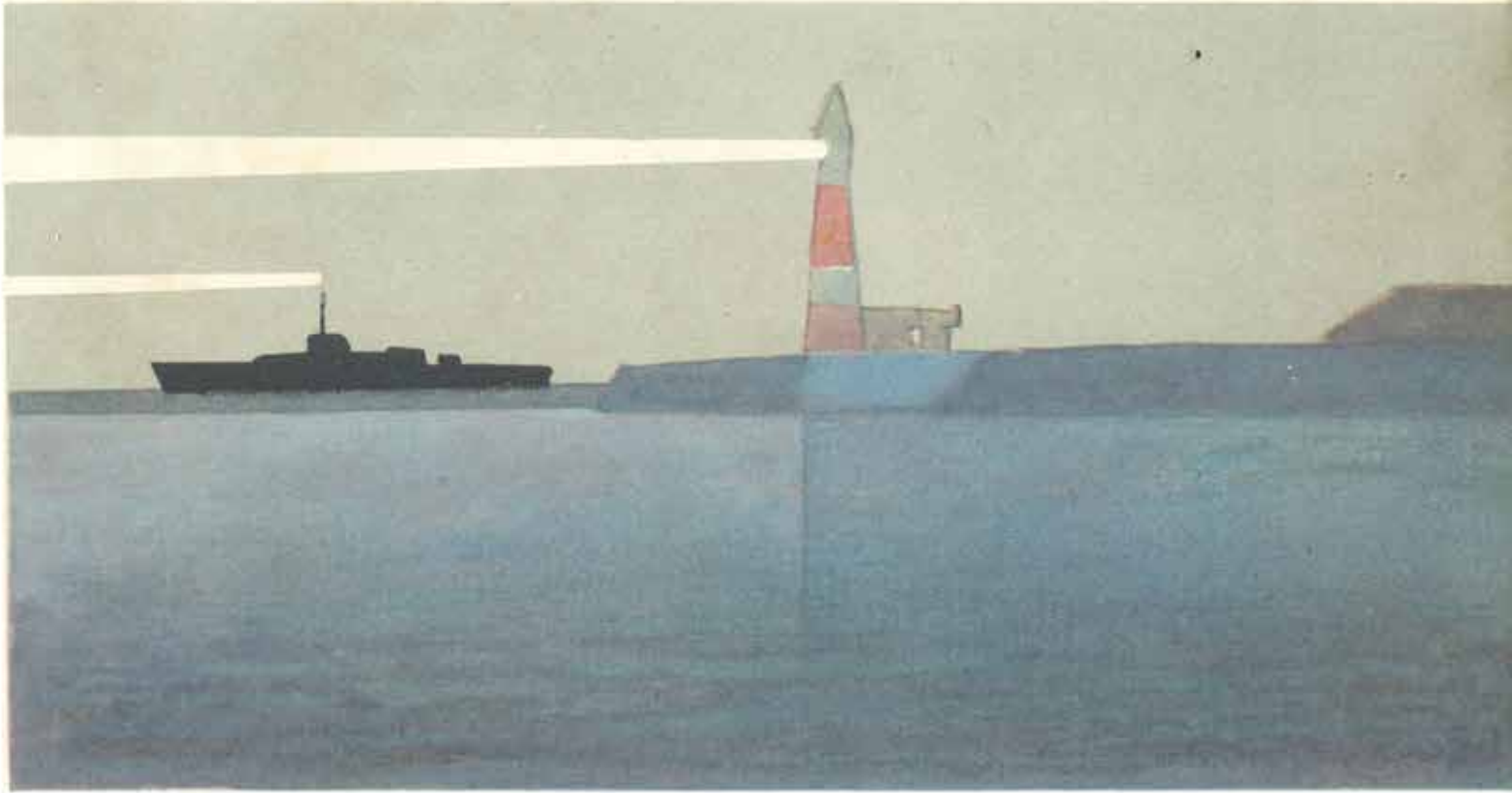
আরো একটা প্রধান শহর

হঠাৎ নামতে লাগল আমাদের প্লেন।

'প্রথম স্টপ,' বললে একজন বৈমানিক।

দিমকা তাকিয়ে দেখল নিচে — প্রকাণ্ড এক শহর। দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তার:

'এর মধ্যেই ফিরে এলাম? এ তো মস্কো?'

শান্ত করলাম ওকে:

'আরে না, মস্কো নয়, এ হল লেনিনগ্রাদ। এটাও একটা বড়ো নামকরা শহর।'

আমাদের প্লেনটা পরের পাড়ির জন্যে যখন তৈরি হচ্ছিল, সেই ফাঁকে দিমকার সঙ্গে লেনিনগ্রাদটা একটু ঘুরে দেখা গেল। গেলাম তার সোজা সোজা সুন্দর সুন্দর রাস্তা দিয়ে, নেভা নদীর তীরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে 'অরোরা'।

বললাম, 'বহু আগে এসব জায়গায় রাস্তাও ছিল না, স্কোয়ারও ছিল না। ছিল কেবল দুর্ভেদ্য জলা আর জঙ্গল। নগর গড়া হয় ১৮ শতকের একেবারে গোড়ায়। আর তার বহু বছর পরে ১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব শুরু হয় এই শহরেই। বিপ্লবের পরিচালনা লেনিন করেন স্মোলনি ভবন থেকে।
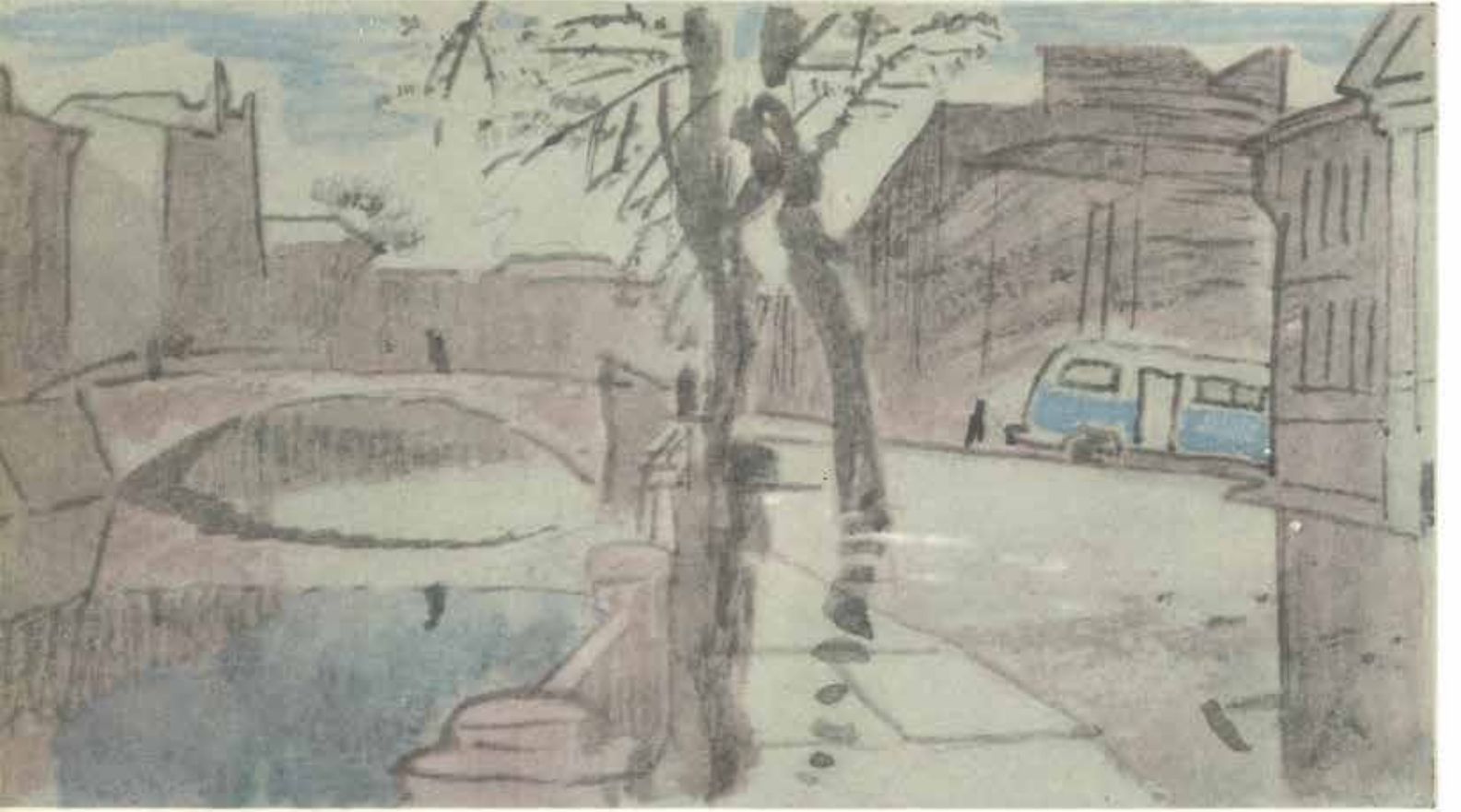
'আর বিপ্লব শুরুর সংকেত দিয়েছিল এই যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা'।

'আজো নেভা নদীতে দাঁড়িয়ে আছে 'অরোরা'। তরুণ নাবিকেরা এখানে নৌ-বিদ্যা শিখতে আসে। তাছাড়া আমাদের দেশ আর বিদেশের নানা লোক যারাই লেনিনগ্রাদে আসে, একবার তারা আসবেই 'অরোরা' দেখতে। অসাধারণ এই জাহাজ, ঐতিহাসিক!'

বল্টিক তীর থেকে আমরা যোজন যোজন পথ পেরিয়ে এলাম রাশিয়ার মহানদী ভল্‌গা তীরে।

আমাদের সবার কাছেই ভল্‌গা বড়ো আদরের ধন। ভল্‌গা তীরেই উলিয়ানভ্‌স্ক শহরে জন্ম নেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। বহুকাল আগে এই ভল্‌গা তীরেই রুশী জনগণ দাঁড়ায় তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। আর গত যুদ্ধে, ভল্‌গা তীরের স্তালিনগ্রাদেই ফাসিস্টরা বিধ্বস্ত হয় আমাদের সৈন্যদের হাতে।

সুন্দর এই নদী ভল্‌গা! লোকে তাকে বলে রূপসী নদী, সেটা খামোকা নয়। তার আরো একটা নাম হল অন্নদাত্রী।

বললাম, 'কী চাই বল, সব মিলবে ভল্‌গায়!'

'সব?' সংশয় হল দিমকার।

'সব!'

ভাবতে লাগল দিমকা। এমন ভাবতে লাগল যে বুঝলাম: আমায় জব্দ করার মতো প্রশ্ন আসন্ন!

ঠিকই তাই। ভেবে ভেবে বললে:

'আর মোটরগাড়ি?'

আমি আর পারলাম না, হেসে ফেল্লাম:

‘ওই দ্যাখ নিচে চেয়ে! কারখানা দেখছিস তো? ওখানেই তৈরি হয় হালকা মোটরগাড়ি, ট্রাক, দুইই। মোটরগাড়ির মধ্যে নিশ্চয় ‘ভল্‌গা’র নাম তুই জানিস, পরে ‘চাইকা’ গাড়িও বেরয় এখান থেকে, তাছাড়া ‘গাজ-৬৯’ মার্কা জীপ।’

মাল-জাহাজে করে ভল্‌গা দিয়ে চলেছে মোটর আর ট্রাক, গম আর পেট্রল,

প্রি-ফ্যাব বাড়ি আর পোষাক-আশাক, লেদ যন্ত্র আর মাছ। এ সবই আসছে ভল্গাঞ্চল থেকে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধ পড়েছে ভল্গায়। দেখা দিয়েছে সত্যিকারের সব সাগর।

সেখান থেকে দেশের চতুর্দিকে ছুটে গেছে তার আর থাম। দেশকে বিদ্যুৎ জোগাচ্ছে ভল্গা।

ভল্‌গা তীরের মাটি বরাবর রয়েছে বড়ো বড়ো কালো কালো পাইপ। কী আছে তাতে? গ্যাস আর পেট্রল। দেশকে ও-দুটো জিনিসও দিচ্ছে ভল্‌গা।

দেখছিল দিমকা, শুনছিল, কিন্তু অন্য কী একটা ভাবছিল নিজের মনে।

অবশেষে বললে সে, 'আর মহাকাশচারী?'

'ইউরি গাগারিন আর গের্মান তিতোভকেও ভল্‌গাআ বলা চলে, কেননা ওদের মহাজাগতিক জাহাজ নেমেছিল এই ভল্‌গা তীরেই, সারাতভ অঞ্চলে।'

এবার নিচে আমাদের উরাল।

উরালে আছে যেমন উঁচু উঁচু পাহাড়, তেমনি সীমাহীন মাঠ, তেমনি নিঝুম বন।

পাহাড়ে জরুরী সব ধাতুর খনি, নানা রকম মণি-রত্ন, মাঠে গম ক্ষেতের সমুদ্র, বন আর তুন্দ্রায় দামী ফার-ওয়ালা জন্তু, নদীতে মাছ।

বীরের দেশ এই উরাল। যুদ্ধের সময় তারা বানায় দুর্ধর্ষ সব ট্যাঙ্ক আর কামান, তারপর শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করে। আর এখন তারা বানাচ্ছে ক্ষেতের জন্যে ট্র্যাক্টর, হে'টে চলা এক্সক্যাভেটর, আকরিক তুলছে, বানাচ্ছে মোটরগাড়ি। উরালকে আমাদের দেশের লোকেরা বলে মহাকায়, বীরভূমি।

তার আরো একটা নাম হল কামারশালা। কেননা দেশকে অনেক ধাতু দেয় উরাল। তবে আমার বন্ধুর সবচেয়ে বেশি ঔৎসুক্য দেখা গেল হে'টে চলা এক্সক্যাভেটরে। জিজ্ঞেস করলে দিমকা, 'কী জিনিস ওগুলো?'
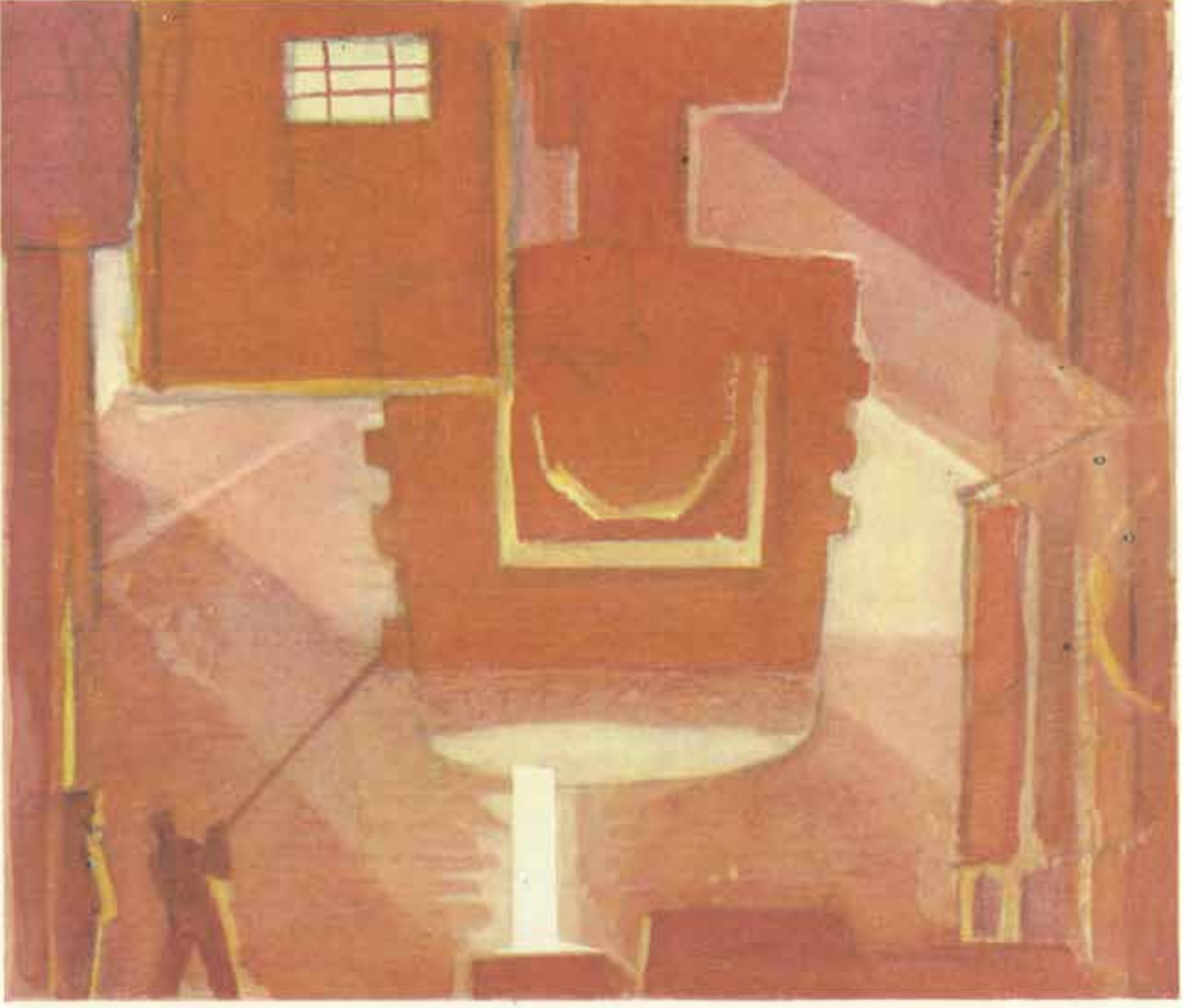
'নিজেই হেঁটে হেঁটে যায় আর এক খাবলেই যে মাটি তোলে, তাতে ভর্তি হয়ে যায় এক একটা বড়ো ট্রাক।'

'কিন্তু হেঁটে যায় কেমন করে?'

'দুই পায়ের, বলা ভালো, দুই স্কীয়ের ওপর। একটা স্কী প্রথমে সামনে ফেলে, তারপর অন্যটা এগিয়ে দেয়। বাস!'
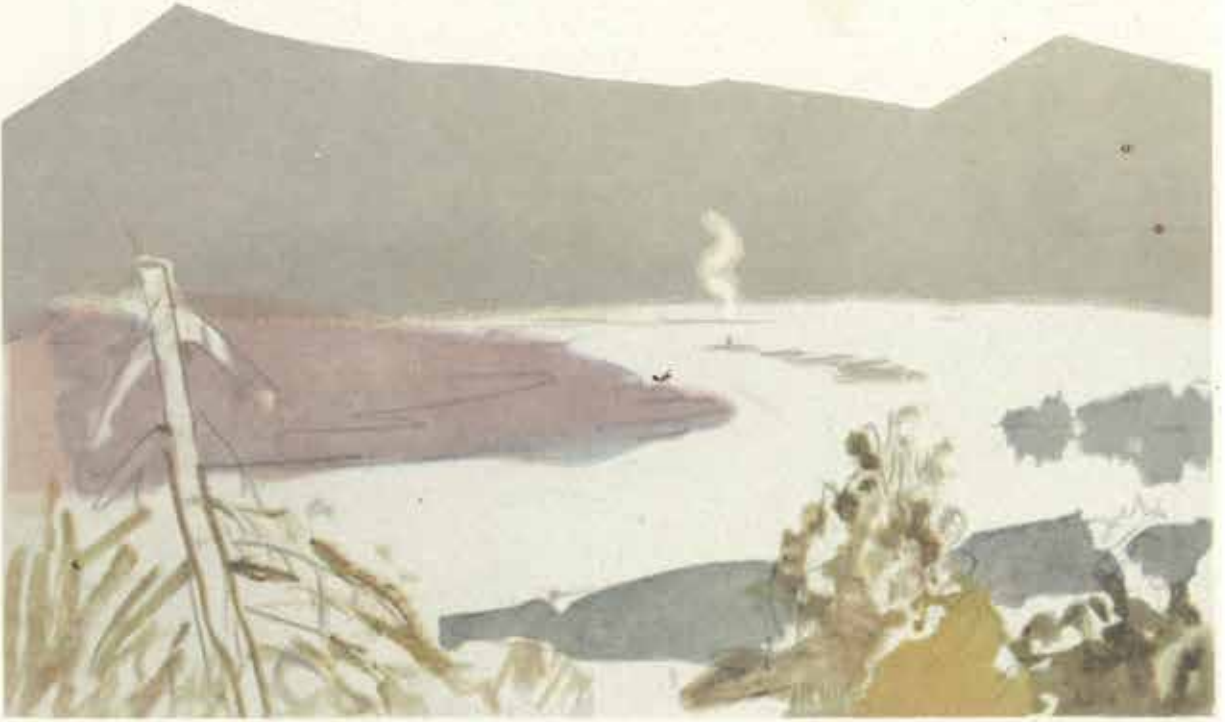
আরো একটা স্টপ দিয়ে আমাদের প্লেন চলল লম্বা একটা রেল লাইন বরাবর। উড়ছিল তা খুব উঁচুতেও নয়, নিচুতেও নয়, তাহলেও বেশ দেখা যাচ্ছিল: রেল লাইন দিয়ে ট্রেন ছুটছে একটার পর একটা।

'যাচ্ছে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

'সাইবেরিয়ায় আর দূর প্রাচ্যে।'

'সেটা কী?'

'সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্য হল আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রকাণ্ড আর সম্পদে-ভরা অঞ্চল।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের প্লেন উড়ছে সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্য দিয়ে। দিমকার প্রশ্নের আর শেষ নেই:

'এটা কী নদী?'

একের পর এক নাম করে যেতে হল নদীগুলোর: ওব, ইর্‌তীশ, আঙ্গারা, ইয়েনিসেই, আমুর, লেনা।

নদী ফুরতে না ফুরতেই দিমকার অন্য প্রশ্ন:

'এটা কোন শহর? আর এইটে?'

সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যে শহর আছে বিস্তর। অনেক শহর পুরনো, আবার নতুনও আছে অনেক। নির্জন তাইগায় কেবলি মাথা তুলছে নতুন নতুন শহর আর কারখানা।

মাথা তুলছে আগের ঢঙে নয়। আগে প্রতিটি বাড়ি উঠত ইঁটের পর ইঁট গেঁথে — সময় লাগত অনেক! এখন ব্যাপারটা অন্যরকম। কারখানায় বানানো হচ্ছে গোটাগুটি এক-একটা দেয়াল, সিঁড়ি, ছাদ। ক্রেনে তুলে তা জুড়ে দেওয়াই শুধু বাকি! মাস যেতে না যেতেই বিরাট এক-একটা ফ্ল্যাট বাড়ি খাড়া। লাগাও গৃহ-প্রবেশ!

সাইবেরিয়ার বড়ো বড়ো নদীতে গড়া হচ্ছে বিশাল সব বিদ্যুৎকেন্দ্র। স্টীমার ছুটছে তার জলে। টাগ-বোটে টানছে ভেলা-বাঁধা কাঠ।

বৈকাল হ্রদটি আয়তনে একটা সমুদ্রের মতো, লোকে তাতে ধরে অতি সুস্বাদু ওমুল মাছ, আর সাইবেরিয়ার সীমাহীন জমি থেকে হার্ভেস্টারে উঠছে রাশি রাশি ফসল।

সাইবেরিয়ার উত্তরে তোলা হয় হীরে, সিন্ধুঘোটক শিকার করে বেড়ায় নির্ভীক চুকচারা।

সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের ওপর দিয়ে উড়ে আমরা পেঁছিলাম দেশের শেষ প্রান্ত কামচাৎকায়। আগ্নেয়গিরির দেশ এটা। সত্যিই দেখা গেল ধোঁয়াচ্ছে পাহাড়গুলো। পাহাড়ের

চুড়োয় তখনো বরফ, আর নিচে ক্ষেতে ফলছে আলু আর বাঁধাকপি, চরে বেড়াচ্ছে হাঁস-মুরগী। মাছ আর কাঁকড়া ধরার জন্যে সমুদ্রে রওনা দিল জাহাজ। লম্বা তাদের পাড়ি, তবে ফেরেও ঝুলি ভরে। এ দেশে কাঁকড়া ধরে সবচেয়ে বেশি কামচাৎকার লোকেরা। মাছও ধরে প্রচুর। আর ফার-ওয়ালা জানোয়ার।

'আচ্ছা, আবহাওয়াটা এখানকার এমন কেন?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা। ভারি অবাক লাগছিল তার।

এখন জুন মাস। ভর গ্রীষ্ম। দিমকার সঙ্গে মস্কো থেকে যখন রওনা দিই, তখন সেখানে গাছপালা বেশ সবুজ, গরম রোদ্দুর, হালকা জামাকাপড় পরছে লোকে।

আর এখানে প্লেনের নিচে দেখা যাচ্ছে কখনো তুষার, কখনো আবার ফুটন্ত ফুল, সবুজ ঘাস।

'ঐ দ্যাখো, বরফের স্লেজে করে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল দিমকা।

মিনিট খানেক পরেই তাকাল জানলা দিয়ে:

'আরে লোকে আবার স্নান করছে নদীতে! এখানে শীত গ্রীষ্ম কেন একই সময়?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

'এখানে শুধু শীত আর গ্রীষ্মই নয়, শরৎ বসন্তও দেখা যাবে একই সময়। সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্য যে আয়তনে অনেক প্রকাণ্ড!'

ওই যেমন উত্তর মেরু মহাসাগরে চলছে পারমাণবিক বরফ-ভাঙা জাহাজ 'লেনিন', বরফ কেটে পথ করছে, আর তীরে ছেলেরা ছুটছে কুকুরে-টানা স্লেজে। আর একই

সময়ে আমুর নদীতে তখন ফুটছে লিয়ানা ফুল, বাচ্চারা ডিগবাজি খাচ্ছে জলে, খালি গায়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

কামচাৎকায় সমুদ্র-স্নানের তেমন সুবিধা নেই। কিন্তু আগুনে পাহাড়গুলোর কাছেই আছে উষ্ণ প্রস্রবণ। স্নান করা যায় সারা বছর, এমনকি শীতকালেও। চারিপাশে বহু মিটার পুরু তুষার, প্রস্রবণ কিন্তু গরম। কত চান করবে করো না।

মরু আর মানুষ

সাইবেরিয়া থেকে আমরা উড়ে এলাম মধ্য এশিয়ায়।

যেখানেই আমরা যাই না কেন, প্লেনের ভেতরে তাপমাত্রা ছিল একই। ঠাণ্ডাতেও ঠাণ্ডা লাগে না, গরমেও গরম নয়। তবে সেটা শুধু বিমানের ভেতরে।

'আর মাটিতে?' নতুন প্রশ্ন হল দিমকার।

মধ্য এশিয়ার মাটি খুবই গরম। প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হয় লোককে। লড়তে হয় জলের জন্যে, ফসলের জন্যে, তাপ আর সূর্যের বিরুদ্ধে।

'কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কী করে?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

'নিচে তাকা, দেখতে পাবি!'

সত্যিই, সবই দেখা গেল নিচে। মাটিতে লোকে ক্যানেল আর নালা খুঁড়ে জল ছেড়েছে তাতে। কলখোজের ক্ষেতে, আঙুর-বাগিচা, বাগান, সবেতেই। আর বিশাল যে মরুভূমি কারা-কুমে চারিদিকে কেবল বালি আর বালি, সেখানেও তুর্কমেনিয়ার লোকে বানিয়েছে কারা-কুম ক্যানেল।

'কিন্তু যেখানে ক্যানেল নেই সেখানে?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

'যেখানে ক্যানেল নেই, সেখানে এরোপ্লেন যায়, জল ছড়ায় ক্ষেতে। লম্বা লম্বা পাইপ সমেত সেচ গাড়ি যায় মাঠ দিয়ে, — সত্যিকারের সে এক কৃত্রিম বৃষ্টি।'

কাজাখস্তান এক সময় ছিল দীনহীন মরু এলাকা। রোদে পুড়ে যেত মাটি, কিছুই গজাত না। এখন উদ্যোগী লোকেরা এসেছে এসব এলাকায়, এমন তাকে বদলে দিয়েছে যে চেনা দায়। গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শহর আর বসতি। সোজা সোজা তাতে রাস্তা। গাছপালা বাগিচা অনেক, আর চারপাশ ঘিরে বহু কিলোমিটার জোড়া ক্ষেত।

কী জোরেই না আমাদের এরোপ্লেন উড়ছে, অথচ ক্ষেতের আর শেষ নেই। রাস্তা দিয়ে চলছে ট্রাক আর ট্র্যাক্টর, নদী-হ্রদের তীরে চরছে উট আর ঘোড়ার পাল। মাঝে মাঝে গাধাও নজরে পড়ে, যদিও দেখতে তারা ছোটো! এর মধ্যেই আকরিক তুলে ইস্পাৎ বানাতে শিখে গেছে এখানকার লোকেরা। বানাচ্ছে কুশলী যন্ত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা, চিরকালের পোড়ো মাটিতে চাষ দিয়ে শস্য বুনছে।

মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকা জুড়েই আছে ফলন্ত বাগিচা, তুলোর আবাদ, ভেড়া পালা হয় বিস্তর।

বাগান — তার মানে আপেল আর নাসপাতি, পীচ আর প্লাম।

তুলো — তার মানে পোষাক-আশাকের কাপড়।

আর ভেড়া — তার মানে প্রচুর পশম আর মাংস।

ভেড়া মধ্য এশিয়ায় বিস্তর।

গুনে শেষ হবে না।

ভেড়ার পাল চরে পাহাড়ে।

এক জায়গার ঘাস ফুরিয়ে গেলেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্য জায়গায়। পায়ে হাঁটিয়ে সব সময় নয়। কখনো কখনো বিমানে আর হেলিকপ্টারেও।

মাটির পশুদের আকাশে ওড়ার তেমন অভ্যেস না থাকলেও এতে তারা আপত্তি করে না। ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই তারা পেঁৗছে যায় তাজা ঘাসের নতুন চারণ-ক্ষেত্রে। তার জন্যে একটু নয় এরোপ্লেনেই ওঠা গেল!

তিন সাগরের তীরে

ক্যাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি যেতেই ঘন ঘন চোখে পড়তে লাগল তৈলকূপের ডেরিক। কারা-কুমের বালিতে — ডেরিক, খাস সমুদ্রের মধ্যে — ডেরিক, ক্যাস্পিয়ান তীর — সেখানেও তাই। তুর্কমেনিয়ায় আর ককেশাসে, আজারবাইজানে প্রচুর তেল তোলা হয়। আর সবাই জানে, পেট্রল ছাড়া মোটরও চলবে না, জাহাজও ভাসবে না,

বিমানও উড়বে না। আর শুধুই কি গাড়ি! এ তেল থেকে কেবল পেট্রল নয়, বানানো হয় পোষাক, ফার, এমনকি নানা যন্ত্রের পার্ট্‌স্‌!

তবে ককেশাস শুধু তেলের রাজ্য নয়। লোহা আকরিক আর ভেড়ার পাল, ফল আর শস্য, আঙুর আর যন্ত্র — সবই দেয় ককেশাস।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারেও এখানকার লোকেদের ভারি নাম — নাচে খাসা, গান গায় দেদার, ঘোড়া হাঁকায় চুটিয়ে। এমনই চমৎকার যে নিজেরই যোগ দিতে ইচ্ছে করে!

ককেশাসের উ'চু উ'চু পাহাড় পেরিয়ে আমরা ফের পে'ছিলাম সাগরে — প্রথমে কৃষ্ণ সাগর, পরে আজোভ।

'আর এটা কী?' নিচের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

নিচে দেখা গেল সবুজ উপবন আর পার্কের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বালুময় সমুদ্র-সৈকত।

বললাম, 'লোকে এখানে হাওয়া বদল করতে আসে, ছুটি কাটায়।'

ক্যাসপিয়ান, কৃষ্ণ সাগর ও আজোভ সাগর, এই তিন সাগরের তীরে তীরে গড়ে উঠেছে বহু স্যানাটোরিয়ম, বিরাম-ভবন, পাইওনিয়র শিবির। ছুটি কাটানো যায় এখানে খাসা, — স্বাস্থ্য ফেরাও, রোদ পোয়াও, সাঁতার কাটো।

শুধু নিজেদের জন্যেই নয়

কৃষ্ণ সাগরে অনেক জাহাজ দেখলাম আমরা। মাল তোলা হচ্ছে তাতে — ট্র্যাক্টর আর গম, ট্রাক আর মেসিন-টুল।

'বল্টিক সাগরেও তো তাই,' বললে দিমকা।

'হ্যাঁ।'

'দূর প্রাচ্যেও।'

'ঠিক কথা।'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জাহাজগুলো?' জিজ্ঞেস করলে দিমকা।

'নানান দেশে, আমাদের দেশের লোকেরা শুধু নিজেদের জন্যেই খাটে না, ভালোভাবে দিন কাটাতে সাহায্য করে অন্যদেরও। নতুন নতুন কলকারখানার জন্যে আমাদের মেসিন-টুল নিয়ে জাহাজ যায় পোল্যাণ্ডে আর ভারতে। কিউবায় আর আফ্রিকায় যায় শস্য আর যন্ত্র নিয়ে। দরকারী মালপত্র নিয়ে জাহাজ আর মালগাড়ি আর বিমান ছোটে ভিয়েৎনাম আর বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া আর হাঙ্গেরি, কোরিয়া আর যুগোস্লাভিয়া, জার্মান গণতন্ত্র, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া এবং আরো নানা দেশে; পাইপ লাইন দিয়ে আমাদের বন্ধুদের জন্যে যায় তেল, তার বেয়ে যায় বিদ্যুৎ।

গোটা দেশটা উড়ে দেখলাম আমরা, সবখানেই কিছু না কিছু আছে দেখবার মতো।

বিশাল দেশ, অগাধ সম্পদ, অসীম শক্তি, মিলমিশ জীবন, দরদী হৃদয়!

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইউ. করোভিন

С. БАРУЗДИН
«ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ПО СССР»
на языке бенгали